আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউপির উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের আসন্ন ২০ অক্টোবরের উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেছেন নাজমুল হোসেন। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে এমএ পাশ করে গ্রামে ফিরে নিজের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি।

ইতোমধ্যে ডাউকি ইউনিয়নজুড়ে সব শ্রেনি পেশার মানুষের মাঝে নিজেকে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে মেলে ধরতে পেরেছেন নাজমুল। তিনি পুরো ইউনিয়নেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন বলে জানিয়েছেন বিভিন্ন গ্রামের ভোটাররা। শিক্ষিত, সদালাপি ও তরুণ রাজনীতিবিদ নাজমুল হোসেন নির্বাচন ও ডাউকি ইউনিয়নবাসীর ভাগ্যবদলের নানাদিক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন এই প্রতিনিধির সাথে। মেহেরপুর প্রতিদিনের পাঠকদের জন্য নাজমুল হোসেনের কথাবার্তা তুলে ধরা হল:-

মে.প্রঃ আসন্ন উপনির্বাচনে ভোটারদের কেমন সাড়া পাচ্ছেন?

নাজমুলঃ আমার নিজ গ্রাম ডাউকি ছাড়াও বাদেমাজু, বিনোদপুর ও পোয়ামারী গ্রামবাসী আমাকে তাদের গ্রামের ছেলে হিসেবে দেখেন। আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সবার সাথে আমার ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। আমি বড়দের সম্মানের চোখে দেখি। তাঁরাও আমাকে স্নেহের চোখে দেখেন। এছাড়াও ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রামের ভোটাররা আমাকে তাঁদের কাছে টেনে নিয়েছেন। এতে করে আমি চরম আশাবাদী।

মে.প্রঃ ইউনিয়নে দরিদ্রদের জন্য সরকারি প্রণোদনায় স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আছে। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

নাজমুলঃ দেখুন আমি একজন খুব সাধারণ পরিবারের সন্তান। দারিদ্র কি আমি খুব ভাল করে জানি। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি মানবিক মানুষ হওয়ার জন্য। যাদের ভেতরে মানবিক গুণাবলী আছে তারা কখনও গরীবের হক মারবে না। দরিদ্রদের জন্য সরকারি যত রকমের ভাতা আছে আমি প্রকৃত দরিদ্রদের মাঝে সেই ভাতা তুলে দিতে চাই। আমি সব ধরনের মানুষের পাশে থাকতে চাই। ইউনিয়নবাসিকে সেবা করতে চাই।

মে.প্রঃ এই নির্বাচনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে দেখছেন?

নাজমুলঃ স্থানীয় নির্বাচন রাজনৈতিক বিবেচনায় কখনও অনুষ্ঠিত হয় না। এখানে প্রার্থীর ভালমন্দ বিচার করে ভোটাররা ভোট দিয়ে থাকেন। যাকে যোগ্য মনে করবেন ভোটাররা তাকেই ভোট দিবেন। ইউপি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর তেমন প্রভাব পড়ে না। আমি সব দলের ভোটারদের কাছ থেকেই সহযোগীতা পাব ইনশাল্লাহ।

মে.প্রঃ আপনি তো আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত। আপনার দল থেকে একাধিক প্রার্থী রয়েছেন। এটাকে কিভাবে দেখছেন?

নাজমুলঃ আগেই বলেছি স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রভাব খুব একটা কাজে আসেনা। আমি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছি। এরআগে ছাত্রলীগের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছি। আমি ছাত্রলীগ থেকে উঠে এসেছি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ইউপি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি এই পদের আগে দলের কোন পদে ছিলেন তা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কেউ জানেন না। তবে ভোটাররা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নিবেন আশা করি।

মে.প্রঃ ইউনিয়নবাসীর উদ্যেশ্যে কিছু বলুন।

নাজমুলঃ আমি ইউনিয়নবাসীর সুখে-দুঃখে তাদের সাথে থাকতে চাই। আমি ইউনিয়নবাসীকে সেবা করতে চাই।

গণধর্ষণের আসামি ছাত্রলীগের সাইফুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা

সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রাবাসে তুলে নিয়ে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার আসামি ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনেও আরেকটি মামলা হয়েছে। গণধর্ষণের ঘটনার পর শুক্রবার রাত ২টার দিকে এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে তল্লাশি চালিয়ে সাইফুরের রুম থেকে একটি

আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রচুর পরিমাণে দেশীয় ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় শনিবার সকালে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

করোনার কারণে কলেজ ও ছাত্রাবাস বন্ধ থাকলেও সাইফুর রহমানসহ ছাত্রলীগের কয়েকজন ক্যাডার ছাত্রাবাসে বসবাস করতো। ছাত্রাবাসে অবস্থান করে কলেজ ক্যাম্পাস, টিলাগড় ও বালুচর এলাকায় তারা নিয়মিত ছিনতাই ও অপহরণ করতো। রাতে ছাত্রাবাসে জুয়া ও মাদকের আসরও বসাতো বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ির এক তরুণী স্বামীকে সাথে নিয়ে এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে বেড়াতে আসে। এসময় ছাত্রলীগকর্মী এম. সাইফুর রহমান ও শাহ মাহবুবুর রহমান রনির নেতৃত্বে স্বামী ও স্ত্রীকে পার্শ্ববর্তী কলেজ ছাত্রাবাসে তুলে নিয়ে যায় আসামিরা। পরে সেখানে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তারা।

এসময় ছাত্রলীগকর্মীরা ওই তরুণীর স্বামীর প্রাইভেট কারও ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের প্রাইভেট কার উদ্ধার করে। পরে ধর্ষনের শিকার তরুণীকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার পর রাতভর অভিযান চালালেও ধর্ষণ ও অস্ত্র মামলার আসামি সাইফুর ও তার সহেযাগী কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আমঝুপিতে চেয়ারম্যান প্রার্থী আসিফ আজিমের মটর সাইকেল শোভাযাত্রা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী আসিফ আজিম লিটন গ্রাম অঞ্চলে মটর সাইকেল শো-ডাউন দিয়ে

ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, হাট বাজার ও চা-এর দোকানে আসন্ন ইউনয়ন পরিষদের নির্বাচনে তাকে ঘিরে চলছে আলোচনা-সমালোচনার ঝড়। আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে তৃণমূলে কাজ করছেন আমঝুপি ইউনিয়নের কৃতি সন্তান আসিফ আজিম লিটন।

শুক্রবার বিকালে আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান প্রত্যাসী প্রার্থী আসিফ আজিম লিটনের নির্বাচনীয় অফিস উদ্বোধন ও মটর সাইকেল শোভাযাত্রা করা হয়েছে। মটর সাইকেল শোভাযাত্রাটি আমঝুপি, খোকসা, ইসলামনগর, হিজুলী, দফরপুর, কোলা, ময়ামারি গ্রামসহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করা হয়।

এসময় আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আশরাফ হোসেন, আমঝুপি ইউপি সদস্য আলফাজ হোসেন, সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল মজিদ, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রশিদ, তৈয়ব আলী মাস্টার, সাদ আহমেদ খেড়া, বাবলু মিয়া, রফিকুল ইসলাম, আব্দুল ওয়াহাব, খলিল মোল্লা, মারফত আলী, যুবলীগ নেতা নাসিমুল ইসলাম, সবুজ মিয়া, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক সাঈমসহ তৃনমুল নেতাকর্মীদের নিয়ে মটর সাইকেল শোভাযাত্রা করে।

আমার সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন জনগণ করবে- মফিজুর রহমান

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাৎকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

মফিজুর রহমান: আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। বিগত নির্বাচনে আমি দলীয় সমর্থন পাইনি। তারপরও জনগণের ভালোবাসায় তাদের ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। তবে এবার আমি দলীয় মনোনয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। যদি নৌকার প্রার্থী হতে পারি তবে আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী?

মফিজুর রহমান: আমার ইউনিয়ন পরিষদে আমাকে যতটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেগুলো যথাযত ভাবে পালন করিছি। আমি কতটুকু সফল বা কতটুকু ব্যর্থ এই মূল্যায়ন জনগণ করবে। জনগণের প্রত্যাশার সব জায়গা আমি পূরণ করেছি। কোন দুর্নীতির সাথে আমি জড়িত না। তাই আমি আশা করছি আমার প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে আসন্ন ইউপি নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দেবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মনোনয়ন না পেলে পুনরায় স¦তন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ইচ্ছা আছে কিনা?

মফিজুর রহমান: যদি আমি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পাই তবে স¦তন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবো না। দল যাকে মনোনয়ন দেবে তার হয়ে নির্বাচনী মাঠে কাজ করবো।
মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত নির্বাচনে জনগণের প্রতি আপনায় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কতটুকু হয়েছে?

মফিজুর রহমান: মুজিবনগর উপজেলার ছোট ও অবহেলিত একটি ইউনিয়ন ছিল মোনাখালী। কিন্তু বর্তমানে মোনাখালী ইউনিয়নের প্রতিটি রাস্তা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদ সুন্দর। ইউপি সেবা জনগণের একে বারেই দোর গোড়াই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেনের সহযোগীতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন আমাদের ইউনিয়নে হয়েছে।

করোনাকালে সাধারণ মানুষদের সরকারি সুবিধা বাদেও আমি নিজ উদ্যোগে যতটুকু পেরেছি সহযোগীতা করার চেষ্টা করেছি। আমার ইউনিয়নের যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখার জন্য লাইব্রেরী স্থাপন করেছি। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী বিতরণ

করেছি। সেই সাথে বিভিন্ন খেলা নিজ দায়িত্বে পরিচালনাও করেছি। দোর গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিকে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছি। কোন কিছুর ঘাটতি থাকলে সেটা কতৃপক্ষের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি করতে চান?

মফিজুর রহমান: বর্তমান সরকারের আমলে দেশ কোন কিছুতেই পিছিয়ে নেই। উন্নয়নের মহাসড়কে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামকে শহরে রুপান্তর করা হবে। এই লক্ষ্যে সকলের সহযোগীতা নিয়ে কাজ করতে চাই।

রাজনৈতিক গ্রুপিংয়ে মিরপুরে ছাত্রলীগ নেতা আটক

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এস কে চঞ্চলসহ তিনজনকে আটক করেছে মিরপুর থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে তাদের নিজনিজ বাড়ী থেকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন জেলা ছাত্রলীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এস কে চঞ্চল, তার চাচা খোকন মৃধা ও মিরপুর উপজেলা মাদক প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা ড্যানী।

তবে এলাকাবাসীর দাবী অল্পদিনেই এস কে চঞ্চলের নেতৃত্বে ছাত্রলীগকে সুসংগঠিত করতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া জামায়াত ও বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ায় হিংসাপরায়ণ হয়ে তাকে পুলিশ আটক করায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়েছে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এস কে চঞ্চলের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী ও দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য মহড়াসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে । এ ব্যাপারে মিরপুর থানার এসআই পার্থ ঘোষ বাদী হয়ে চঞ্চলসহ তিন জনকে আসামি করে একটি মামলা

দায়ের করেন।
আটককৃতদেরকে শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে, ছাত্রলীগ নেতা চঞ্চলকে আটক করে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলায় আদালতে প্রেরণ করায় এলাকাবাসীসহ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা চরম ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

তারা বলেন, এস কে চঞ্চল একজন বলিষ্ঠ ছাত্রনেতা ও সমাজ কর্মী। সে আওয়ামী পরিবারের সন্তান। তার বাবা শহিদুল ইসলাম মৃধা বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। বাবার রাজনৈতিক মতাদর্শ দেখে ছোটবেলা থেকেই আওয়ামী প্রেমী হয়ে ওঠে চঞ্চল। তারপর থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ করে সদ্য বিলুপ্ত কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভাষ্য অনুযায়ী, এস কে চঞ্চল ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সরব। এলাকার মানুষের সুখে দু:খে সব সময় পাশে দাঁড়ায় সে। তাকে রাজনৈতিক গ্রুপিং এর কারণে আটক করানো হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই এবং আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করছি।

জনগণের ভালোবাসায় আবারও নির্বাচন করতে বাধ্য হচ্ছি-আমাম হোসেন

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাৎকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ

সম্পাদক আমাম হোসেন (মিলু)।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন- আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

আমাম হোসেন মিলু – আমি পরপর দুইবার আওয়ামী লীগের মনোনিত প্রার্থী হিসেবে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম। জনগণের দেওয়ায় বিপুল পরিমাণ ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। এরই ধারাবহিকতায় আমি বর্তমানে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আসন্ন ইউপি নির্বাচনে আমি অংশ নিতে চেয়েছিলাম না। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা আমাকে আসন্ন ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে বাধ্য করেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন-আসন্ন ইউপি নির্বাচনে দলীয় সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

আমাম হোসেন মিলু- আগামী নির্বাচনে দলীয় সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে আমি শতভাগ আশাবাদী। ২০১১ সাল থেকে আমি নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি যথাযতভাবে পালন করেছি। আজ পর্যন্ত কোন ধরনের দুর্নীতি আমি নিজে করিনি এবং আমার ইউনিয়নের কোন সদস্যকে করতেও দিইনি। সততার সাথে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এছাড়াও আমি মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। সেক্ষেত্রে আমার ইউনিয়নে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিকল্প কিছু ভাববে বলে আমার মনে হয় না। ইউপি নির্বাচনকে সামনে রেখে অনেকেই প্রার্থী হতে চাইবে। সবাই সবার মত করে মনোনয়ন নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। এ ক্ষেত্রে দলের হাইকমান্ড আছে আমাদের জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রি ফরহাদ হোসেন এমপি আছেন। উনি খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রতিটি ইউনিয়নে যোগ্য প্রার্থীরাই মনোনয়ন পাবে বলে আমি আশা করছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন -বিএনপি যদি নির্বাচনে অংশ নেয় তাহলে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করছেন?

আমাম হোসেন মিলু- বিএনপি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছে এ জন্য আমি তাদের স্বাগতম জানাই। একটি রাজনৈতিক দল যদি

নির্বাচনে না যায় তবে সেই দলের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই। সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যরাই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। নির্বাচনে জয় পরাজয় থাকবেই। তারপর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জন্য যে পরিমাণ উন্নয়ন করেছে এবং এই ধারাবাহিকতায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এতে জনগণ অন্য কোন দলকে সমর্থন করবে বলে আমার মনে হয় না। এছাড়াও বিএনপির মনোনয়ন বানিজ্যের কারণে ঐ সংগঠনের উপর জনগণের আস্থা হারিয়ে গেছে। আমি মনে করি আগামী ইউপি নির্বাচনে শুধু মহাজনপুর ইউনিয়নই না, মুজিবনগর উপজেলার চারটি ইউনিয়নেই নৌকার প্রার্থী জয়ী হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন- দুইবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল সেটা কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন?

আমাম হোসেন মিলু-আপনারা জানেন মহাজনপুর ইউনিয়ন একটি সন্ত্রসী অধ্যুষিত এলাকা ছিল। জনগণ শান্তিতে বসবাস করতে পারতো না। আমি চেয়ারম্যান হওয়ার পর আমার মূল লক্ষ্য ছিল এলাকা থেকে সন্ত্রাস দমন করা। মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় ও প্রশাসনের সহযোগীতায় মহাজনপুর ইউনিয়ন এখন সন্ত্রাস মুক্ত। এটা আমার জন্য বড় সাফল্য। এছাড়াও প্রতিটি ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রাস্তা নির্মাণ, প্রতিষ্ঠান গুলো চাকচিক্য করাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করেছি। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন- আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি কাজ করতে চান?

আমাম হোসেন মিলু -আমদের উন্নয়নমূলক কিছু কাজ বাকি আছে। রাস্তার কিছু কাজ এখনো করা হয়নি। ব্রিজ এবং কালভাট কয়েকটি জায়গায় প্রয়োজন। আমাদের বিলের সুইচ গেটের জন্য জলাবদ্ধতার কারণে এবার বেশ কিছু ফসলের ক্ষতি হয়েছে। এই বিলটি খনন করে সুইচ গেটটি মেরামত করতে হবে। আমাদের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মহদ্বয়ের অত্যন্ত সু দৃষ্টি আছে আমাদের ইউনিয়নের প্রতি। আমি আশা করছি আগামী এই সকল কাজ গুলো আমি করবো।

‘বিএনপি-জামায়াত সরকার দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে’- হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, অতীতে বিএনপি-জামায়াত সরকার দুর্নীতিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে লালন পালন করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। সেই দুর্নীতির মূল এখন উৎপাটন হচ্ছে। অতএব সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের সমালোচনা করা মানে দুর্নীতিবাজদের পক্ষ নেয়া।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের উদ্ধোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, সারাদেশে উন্নয়নের জোয়ার চলছে। অথচ বিএনপি নেতারা কোন উন্নয়ন দেখে না। কারণ তারা কখনো দেশের উন্নয়ন করেনি। তাদের সেই ব্যর্থতা ঢাকতে বিএনপি নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে বিষেদাগার করছে।

তিনি আরো বলেন, বিএনপি একটি জনবিচ্ছিন্ন দল। এই দলের কথা বলার কিছু নেই। সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে তারা জনগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

এ সময় কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনের সাংসদ সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খানসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মনোনয়ন প্রত্যাশী বাবু’র মতবিনিময়

গাংনীতে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভায় পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু বলেন, বস্তুু নিষ্ঠ সাংবাদিকতা আর বস্তুুনিষ্ঠ সংবাদ পৌর পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

স্থানীয় সাংবাদিকদের সহযোগীতা পেলে গাংনী হবে একটি মডেল শহর। গাংনী পৌরবাসীর দির্ঘদিনের পানি নিষ্কাশন সমস্য আজো দুর হয়নি। ড্রেনেজ ব্যাবস্থা নিয়ে যা হয়েছে তা আই ওয়াশ মাত্র। গাংনীকে পরিচ্ছন্ন শহরে পরিনতা করা ছাড়াও পৌরবাসীকে উন্নত সেবা প্রদান হবে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এসকল কাজ করতে হলে স্থানীয় সাংবাদিকদের মতামত ও অংশ গ্রহন অত্যান্ত জরুরী। আমি সাংবাদিক ও সংবাদ পত্রের সাথে জড়িত এবং গাংনী ডিস ক্যাবল নেটওয়ার্ক পরিচারনা করে আসছি, আমি মনে করি প্রতিটি সাংবাদিক আমাকে সহযোগী মনে করেন।

পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু আরো বলেন, নৌকা প্রতিক নিয়ে যিনিই আসবেন তার পক্ষেই কাজ করবে গাংনী পৌর আওয়ামীলীগ। আমি পৌরবাসীর সাথে আছি, সাথেই থাকবো। মানুষের ভালবাসা নিয়েই মাঠে নেমেছি আগামী পৌর নির্বাচনের মেয়র প্রার্থী হিসেবে।

এসময় গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ রমজান আলী, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলমসহ প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ ছানোয়ার হোসেন বাবলু। সেচ্ছা সেবকলীগের যুগ্ম আহবায়ক সৈয়দ ওমর আলী তাপুসহ স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ।

শেখ হাসিনা মানবতা দেখিয়ে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়েছিল-কুষ্টিয়ায় এমপি হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যে মানবতা দেখিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দিয়েছিল তার জন্য বিএনপির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা না করে উল্টো সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি নেতাদের বিষেদাগার, নোংড়া রাজনীতির বহিঃ প্রকাশ।

মঙ্গলবার(২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় যোগ দেয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

“বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছেন” মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়া আইনী প্রক্রিয়ায় মুক্ত হয়নি, শেখ হাসিনার মানবিকতার কারণে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। এরপরেও কোন লজ্জায় বিএনপি নেতারা সরকারকে দোষারোপ করে তা বোধগম্য নয়।

এ সময় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলীসহ আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শারমীন মৌসুমী কেকাকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত

ঝালকাঠি জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শারমীন মৌসুমী

কেকাকে দল থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অভিযোগে জেলা আওয়ামী লীগের এক জরুরি সভায় তাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সোমবার সন্ধ্যায় শহরের টাউন হলের জেলা আওয়ামী লীগের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সরদার মো. শাহআলম।

জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক অ্যাডভোকেট এম আলম খান কামাল জানান, দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অভিযোগে জেলা আওয়ামী লীগের এক জরুরি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সাংগঠনিক সম্পাদক শারমিন মৌসূমী কেকাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, গত ৩০ আগস্ট রাত ৮টার দিকে এক গৃহবধূকে জিম্মি করে সারারাত নির্যাতন শেষে মুক্তিপণ আদায় ও মাথার চুল কেটে শরীরের বিভিন্ন স্থানে চুন মাখিয়ে দেন আওয়ামী লীগ নেত্রী শারমিন মৌসূমী কেকা ও তার লোকজন। এ সময় ওই নির্যাতিত নারীর বিনীত অনুরোধে তার প্রাণ ভিক্ষা দেয়ার কথা বলে এ কথা কাউকে জানালে আগুন ধরিয়ে দেয়ারও হুমকি দেয়া হয়।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন